দুইটি ভয়ংকর নেকড়ে

02-NOVEMBER-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়ত করে নেবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, ঘুমানো, সাহরি বা ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা দম করা পানি পান করাও জায়েয নেই। তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত থাকে, তাহলে এসব কিছু সাময়িকভাবে জায়েয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়ত যেনো শুধুমাত্র পানাহার করা বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে- যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে তাকে ইতিকাফের নিয়ত করে নিতে হবে, কিছুক্ষণ **আল্লাহ**র যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে পানাহার করতে বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَامَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَت অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর

www.dawateislami.net

ভালোবাসা পোষণকারী যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে এবং মুসাফাহা করে আর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তারা তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী পরবর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনদে আবি ইয়া'লা, মুসনদে আনাস বিন মালিক, ৩/৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমান, আল্লাহ পাক তাঁর আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। যেই বান্দার অন্তরে ঈমানের নুর রাখা হয়, অতঃপর সেই নুরের আলো, এর উজ্জ্বলতা বান্দার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (যেমন; হাত, পা, মুখ, চোখ

ইত্যাদিতে), তার কাজকর্মে, চালচলনে, চরিত্রে প্রকাশ পেয়ে থাকে, এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা অন্তরে বিদ্যমান ঈমানের নুরকে ম্লান করে দেয়, বান্দার অন্তরে ঈমানের নুর তো বিদ্যমান থাকে, লোকেরা তাকে মুসলমান বলে, বান্দা স্বয়ং নিজেকে মুসলমানই মনে করে থাকে, আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূলগণ, কিতাবসমূহ, ফেরেশতা ও কিয়ামত দিবস ইত্যাদিকে মেনেও থাকে, সেগুলোর উপর ঈমানও রাখে কিন্তু তার অন্তরে ঈমানের নুর ম্লান হয়ে যায়, ঐ নুরের আলো, এর উজ্জ্বলতা বান্দার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (***Organs***), তার কাজকর্মে, আচার আচরণ ও চালচলনে প্রকাশ পায় না, বান্দা যদিওবা মুসলমান হয়ে থাকে কিন্তু তার কাজ মুসলমানদের মতো হয় না, নেকীর কাজে তার মন বসে না, নেকীর স্বাদ কম আর গুনাহের স্বাদ বেড়ে যায়, পরকালের উপর ঈমান থাকা সত্বেও বান্দা আখিরাতকে ভুলে (***Forget***) যায়, কবরসমূহ দেখার পরও তার শিক্ষা হয় না।

সুতরাং ঐসব বিষয়গুলো কী, যেগুলো অন্তরে ঈমানের নুরকে ম্লান করে? আসুন! তার মধ্য হতে ২টি খুবই মারাত্মক (***Dangerous***) ও অত্যন্ত ক্ষতিকারক জিনিসের ব্যাপারে একটি শিক্ষনীয় হাদীসে পাক শ্রবণ করি:

দুইটি ভয়ংকর নেকড়ে...!!

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا ذِئْبَانِ ضَارِبَانِ تَأْتِيَا فِيْ غَنَمٍ غَابَ رِعَاءُهَا بِأَفْسَدَ لِلنَّاسِ مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ لِدِيْنِ الْمُؤْمِنِ

(মাজমু রসায়িল ইবনে রজব হাম্বলী, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৩)

হাদীসে পাকের সারাংশ হলো যে, উদাহরণস্বরুপ ছাগলের একটি পাল, তাদের রাখাল বা মেষপালক (***Shepherd***) কোথাও চলে গেলো,

www.dawateislami.net

ছাগলগুলো সম্পূর্ণ একা, নিঃস্ব ও অসহায়, এহেন অবস্থায় ২টি নেকড়ে যারা খুবই ক্ষুধার্ত, তারা যদি ছাগলের ঐ পালের উপর হামলা করে তাহলে কি পরিমাণ ক্ষতি করবে? খেতে চাইলে তো একটা নেকড়ে একটা ছাগল খেয়ে ফেলতে পারবে কিন্তু ছাগলের রাখাল উপস্থিত নেই, নেকড়েদের কোন ভয় নেই, তারা একেবারে নির্ভয়ে ছাগলের উপর হামলা (***Attack***) করবে, না জানি কয়টি ছাগলকে আঘাত করে বসে আর জানিনা হয়তো কতটি ছাগলের প্রাণ নিয়ে নেয়।

মোটকথা এরা ক্ষুধার্ত নেকড়ে! ছাগলের পালের উপর যতটুকু ক্ষতিসাধন করবে, যতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হবে, জান ও মালের (অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার) ভালোবাসা হলো ঐ ভয়ঙ্কর নেকড়ে, যা ঐ ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও অনেকগুণ বেশি মানুষের দ্বীনের ক্ষতিসাধন করে থাকে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর মনোযোগ দিন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতো সুন্দর উদাহরণ (***Example***) দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, হে আমার গোলামরা! হে আমার উম্মতেরা! সম্পদের ভালোবাসা এবং সম্মান ও পদবীর আকাঙ্খা তোমাদের দ্বীন ও ঈমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এটা তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দিবে, সুতরাং এ থেকে বাঁচতে থাকো!!

সম্পদ ও পদবীর ভালোবাসা অন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে

একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: ধন - সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও মান - মর্যাদার আকাংঙ্খা অন্তরের মধ্যে এমন কপটতা সৃষ্টি করে, যেমনটি পানি সবজি (***Vegetable***) জন্মায়। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, আলকাবিরাতুছ ছা'লেছা ওয়াল খামসুন বা'দাল মায়িতিন, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদেরকে খ্যাতির কামনা ও ধন-সম্পদের ভালোবাসা থেকে রক্ষা করো। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদের ভালোবাসার ক্ষতির বর্ণনা

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন: সম্পদের ভালবাসার দু'টি অবস্থা রয়েছে;

সম্পদের ভালোবাসার প্রথম অবস্থা: মন্দ লালসা

এক অবস্থা হলো যে, মানুষের অন্তরে সম্পদের অত্যাধিক ভালোবাসা থাকে, বান্দা চায় যে, আমি রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাই, আমি ফ্যাক্টরীর (***Factories***) মালিক হই, প্রাসাদ, বাংলো হোক, ব্যাংক ব্যালেন্স (***Bank Balance***) হোক, বড় বড় গাড়ির মালিক হই কিন্তু সম্পদের এই মন্দ ভালোবাসার কারণে মানুষ হারামের দিকে হাত বাড়ায় না, উদাহরণস্বরুপ নিজের আকাঙ্খা পূরণের জন্য ঘুষের লেনদেন করে না, সুদের দিকে অগ্রসর হয় না, চুরি করে না, ওজনে কম দেয় না, অন্যকে ধোঁকা দেয় না।

মোটকথা; মানুষের অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা তো আছেকিন্তু হারামের দিকে ধাবিতকারী ভালোবাসা নেই, এটাকে লালসা বলে। এটাও অনেক ক্ষতিকর বিষয়...!!

ছা'লাবা বিন আবু হাতিবের শিক্ষনীয় ঘটনা

এখন একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করুন: একটা লোক ছিলো; ছা'লাবা বিন আবু হাতিব। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খিদমতে উপস্থিত হতো, সে কলেমাও পড়েছিলো, ঈমানও এনেছিলো, মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ইমামতিতে নামাযও পড়তো আর সে এতো পাক্কা নামাযী ও পরহেযগার ছিলো যে, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সে দিনরাত (অধিকাংশ সময়) মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত হতে থাকতো, এমনকি তার উপাধি حَمَّامَةُ الْمَسْجِد (অর্থাৎ মসজিদের কবুতর) হয়ে গেলো।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭৫-৭৬, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৪৮২)

ছা'লাবা আর্থিকভাবে খুবই গরীব ছিলো, একদিন সে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দোয়া করুন! আল্লাহ পাক যেনো আমাকে অঢল সম্পদ দান করেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ছা'লাবা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট (***Satisfied***) নও যে, আমার আদর্শের উপর চলবে...!! আমি যদি চাইতাম তাহলে এই পাহাড় (স্বর্ণ রুপা হয়ে) আমার সাথে চলতো (কিন্তু আমি দুনিয়ার মাল ও দৌলত পছন্দ করিনি)।

ছা'লাবা এই বিষয়টি বুঝতে পারেনি, সে পুনরায় আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করুন যে, আল্লাহ পাক যেনো আমাকে প্রচুর সম্পদ দান করেন, আল্লাহ পাকের শপথ! আমি সম্পদ পেয়ে গেলে তবেআমি অবশ্যই এহক আদায় করবো। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ছা'লাবা! সামান্য সম্পদ যেগুলোর তুমি

কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে, তা অধিক থেকে উত্তম, যেগুলোর তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে না।

ছা'লাবা এইবারও বুঝতে পারলো না, সে তৃতীয়বার আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দোয়া করুন! আল্লাহ পাক যেনো আমাকে সম্পদ দান করেন। এইবার রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত উঠিয়ে দিলেন! দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا অর্থাৎ অর্থাৎ হে আল্লাহ! ছা'লাবাকে সম্পদ দান করো।

اَللهُ اَكْبَرُ! এগুলো সেই হাত, যা আল্লাহ পাক কখনো খালি ফেরত দেন না, এইউপমাহীন যবান থেকে নির্গত দোয়া রহিত হয় না। বর্ণনায় রয়েছে: দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বরকতে ছা'লাবা একটি ছাগল পেলো, অতঃপর সেটার বাচ্চা হলো, বাচ্চাগুলোর মধ্যে বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধিলাভ হতে লাগলো।

আহ! সম্পদের ভালোবাসা...!! ছা'লাবা পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তো, এখন ছাগল বেড়ে গেলো, সেগুলোর দেখাশুনার করতে সময় লাগছে, এখন ছা'লাবা দিনের (যোহর, আসর) তো নামায মসজিদেই পড়তো কিন্তু রাতের নামাযে উপস্থিত হতো না, অতঃপর ছাগল আরও বৃদ্ধি পেলো, ছা'লাবার দিনের নামাযও ছুটে যাওয়া শুরু হলো, ছা'লাবা এখন শুধুমাত্র জুমার জুমা পড়তেই মসজিদে উপস্থিত হতো, এরপর ছাগলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলো, মদীনা মুনাওয়ারায় ছা'লাবার যেই ঘর বা ছাগল রাখার যেই খোয়াড় ছিলো, সেখানে সংকুলান হচ্ছে না, ছা'লাবা শহর থেকে দূরে জায়গা কিনলো, ছাগলগুলো নিয়ে সেখানে চলে গেলো, এখন জুমার নামাযে উপস্থিত হওয়াটাও ছুটে গেলো, এমনকি কারোইন্তেকাল হলে ছা'লাবা জানাযায়ও অংশগ্রহন করতো না।

কিছুদিন পর যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ হলো, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাউকে পাঠালেন যাও! ছা'লাবার কাছ থেকেও যাকাত সংগ্রহ করো...!! সেই সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছা'লাবার নিকট গেলো, আল্লাহ পাকের বিধান শুনালেন, ছা'লাবাকে সম্পদের যাকাত বের করতে বললেন, কিন্তু আফসোস! সম্পদের ভালোবাসা ছা'লাবার অন্তরে গেঁথে গিয়েছিলো, ঐ ছা'লাবা. যে ওয়াদা করেছিলো; আল্লাহ পাক সম্পদ দান করলে তবে আমি সেগুলোর হক আদায় করবো, সেই ছা'লাবা যাকাতের বিধানের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বলল: এটা তো টেক্স। এ বলে ছা'লাবা যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। এরই পরিপেক্ষিতে কুরআনে করীমের এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হলো:

(তাফসীরে মুসতাদরাক, পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭৫-৭৬, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৭৭-৭৮)

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۷۶﴾

(পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ৭৫-৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিলো, 'যদি তিনি আমাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করেন, তবে আমরা নিশ্চয় সাদক্বাহ দেবো এবং অবশ্যই ভাল মানুষ হয়ে যাব'। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং মুখ ফিরিয়ে উল্টে গেলো।

اللہ! اللہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা হলো সম্পদের ভালোবাসার কুফল...!! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছা'লাবাকে বার বার বুঝিয়েছেন যে, ছা'লাবা! আমার আদর্শ অবলম্বন করো...!! ছা'লাবা! অল্প সম্পদ

www.dawateislami.net

যেগুলোর তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে, সেগুলো অধিক সম্পদ থেকে উত্তম, যেগুলোর তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে না। কিন্তু ছা'লাবা বুঝতে পারলো না, সে দুনিয়ার সম্পদকেই পছন্দ করলো, আহ! সেই ছা'লাবা, যে দিনরাতের অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাতো, ঐ ছা'লাবা যাকে حَمَامَةُ الْمَسْجِد (অর্থাৎ মসজিদের কবুতর) বলা হতো, সম্পদের ভালোবাসা তার অন্তরে বাসা বাঁধলো, তার হৃদয় থেকে ঈমানের নুর উঠে গেলো আর তার অন্তরে মুনাফেকির আগুন জ্বলে উঠলো...!! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ

(পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ৭৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর এর পেছনে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মুনাফিক্বী স্থাপন করলেন ওই দিন পর্যন্ত, যেটার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে।

অর্থাৎ সম্পদের ভালোবাসার কারণে ছ 'লাবা কৃপণতা করলো, যাকাত দিতে অস্বীকার করলো, সে ওয়াদা করেছিলো যে, আল্লাহ পাক আমাকে সম্পদ দান করলে তবে আমি সেগুলোর হক আদায় করবো, সে ওয়াদা ভঙ্গ করলো, আল্লাহ ও রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো, তখন সে শাস্তির সম্মুখিন হলো যে, তার অন্তরে মুনাফিকি ছেঁয়ে গেলো।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭৭, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৪৮৮)

মুনাফিকদের একটি মন্দ আচরণ

এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এসেছে: ছা'লাবার আচরণকে (***Behavior***) সামনে রেখে আমরা যেনো আমাদের অবস্থার প্রতি গভীর মনোযোগ দিই, আমাদের মধ্যেও অনেক

লোক এমন রয়েছে, যাদের নিকট সম্পদ থাকে না, দারিদ্রতার জীবন অতিবাহিত করছে, তারা দোয়া করে: হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে সম্পদ দান করো, আমরা এই সম্পদের মাধ্যমে ভালো কাজ করবো, গরীবদের সাহায্য করবো, অসহায়দের সহায় হবো। কিন্তু আফসোস! যখন তারা সম্পদ ্অর্জন করে, তাদের দারিদ্রতা সম্পদশালীতে রুপান্তর হয়, তখন আল্লাহ পাকের সাথে করা সকল ওয়াদা ভুলে যায়, সম্পদ দ্বারা গরীব, অসহায়দের সাহায্য করা তো দূরের কথা তাদেরকে ভালো নজরে দেখাও পছন্দ করে না। মনে রাখবেন! কুরআনে করীমে এই আচরণকে মুনাফিকদের আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নিশ্চয় এটি সত্যিকার মুসলমানের আদর্শ (***Character***) হতে পারে না। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭৭, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৪৮৮)** আহ! ধন ও সম্পদের ভালোবাসার পরিবর্তে যেনো আমাদের নবীপ্রেমের দৌলত নসীব হয়ে যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদ সামনে পাঠিয়ে দিন...!!

হাদীসে পাকে রয়েছে: একদা এক ব্যক্তি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র দরবারে উপস্থিত হলো, আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমার কী হলো যে, আমি মৃত্যুকে পছন্দ করছি না (অর্থাৎ আমার অন্তর দুনিয়ার দিকে ধাবিত, আমি আমার অন্তরকে পরকালের দিকে কম ধাবিত দেখছি আর মৃত্যু যেটা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা, আমি এই মৃত্যু পছন্দ করছি না)। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার কি সম্পদ আছে? বলল: জি হ্যাঁ! ইরশাদ

করলেন: নিজের সম্পদ (পরকালের জন্য সদকা ও খয়রাত করে) সামনে পাঠিয়ে দাও! কেননা মানুষের অন্তর নিজের সম্পদের সাথে থাকে, যদি সে নিজের সম্পদ সামনে পাঠিয়ে দেয় (অর্থাৎ সদকা ও খয়রাত করে দেয়) তবে তার সাথে সাক্ষাত করতে চায় আর যদি সম্পদ রেখে যায় তবে তার সাথে পেছনে থাকতে চায়।

(আয যুহদ লি ইবনুল মুবারক, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২২৪, হাদীস: ৬৩৪)

সম্পদ তো জমা করেছো কিন্তু...!!

একবার কোন নেককার বুযুর্গের খিদমতে আরয করা হলো: অমুক ব্যক্তি সম্পদ জমা করছে। আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা খুবই সুন্দর কথা বললেন: সে তো সম্পদ জমা করছে, ঐ সম্পদ জমা করার জন্য কি দ্বীনও জমা করছে। **(মাজমু রসায়িল ইবনে রজব হাম্বলী, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৫)**

এটাই হলো বাস্তবতা (***Reality***), সম্পদ যতক্ষণ আমাদের নিকট থাকবে, যদিওবা সিন্দুক পূর্ণ থাকুক না কেনো, আমরা কোটি টাকার মালিক হই না কেনো, এই সম্পদ আমাদের কোন উপকারই দিতে পারে না, সম্পদের উপকার তখনই হবে যখন লোক তা ব্যয় করবে আর সম্পদ ব্যয় করার জন্য সময় প্রয়োজন, জীবন প্রয়োজন! নিশ্বাস বাকী থাকলেই মানুষ সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে পারে কিন্তু অবস্থা এমন যে, মানুষ সম্পদের পেছনে দৌড়ায়, টাকা টাকা করে সম্পদ জমা করে, তার সিন্দুকে সম্পদ পূর্ণ হতে থাকে, ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু আহ! এর সাথে সাথে জীবন ফুরিয়ে যেতে থাকে। এদিকে সিন্দুক পূর্ণ হতে থাকে, অপরদিকে হায়াত শেষ হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সম্পদের ভালোবাসার আরেকটি অবস্থা: شُحّ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পদের ভালোবাসার আরও একটি দিক রয়েছে, এটাকে شُحّ বলা হয়। আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(পারা: ২৮, সূরা হাশর, আয়াত: ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে সুতরাং তারাই সফলকাম।

شُحّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দার সম্পদের ভালোবাসায় এতটুকু অগ্রসর হওয়া যে, হালাল হারামের পার্থক্যও রাখে না, অর্থাৎ এই স্তরে এসে সম্পদের ভালোবাসায় লোভের পরিবর্তে তা লালসায় পরিণত হয়ে যায়, এখন বান্দা চায় যে, ব্যস সম্পদ আসুক, এর জন্য সুদের লেনদেনও করে, ঘুষও খায়, ওজনেও কম দেয়, অন্যকেও ধোঁকা দেয়, মোটকথা; এর শুধু সম্পদ প্রয়োজন হয়, হারাম পদ্ধতিতে আসছে নাকি হালাল পন্থায়, এটার কোন তোয়াক্কা সে করে না। অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা যদি এমনভাবে বেড়ে যায়, তবে একে شُحّ বলে থাকে।

(মাজমু রসায়িল ইবনে রজব হাম্বলী, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৯)

شُحّ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এটি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে সাহাবি ইবনে সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شُحّ (অর্থাৎ সম্পদের অত্যধিক ভালোবাসা) থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে। شُحّ (অর্থাৎ সম্পদের অত্যধিক ভালোবাসা) তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে,

তখনতারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তা তাদেরকে কৃপণতার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে, তখন তারা কৃপণতা করেছে, সম্পদের এই অত্যধিক ভালোবাসা তাদেরকে গুনাহের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে, তখন তারা গুনাহের চোরাবালিতে গিয়ে পড়েছে। **(মুসনদে আহমদ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫২৮, হাদীস: ৬৬৪৩)** মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে: شُحّ (অর্থাৎ সম্পদের অত্যধিক ভালোবাসা) তোমাদের পূর্ববর্তীদের হত্যার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে, তখন তারা হত্যা করেছে আর হারামকে হালাল সাব্যস্ত করতে লাগলো।

(মুসলিম, কিতাবুল বার ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা: ১০০০, হাদীস: ২৫৭৮)

شُحّ ও ঈমান একটি অন্তরে জড়ো হতে পারে না

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شُحّ (অর্থাৎ সম্পদের অত্যধিক ভালোবাসা) ও ঈমান, কারো অন্তরে জড়ো হতে পারে না।

(নাসায়ি, কিতাবুজ জিহাদ, পৃষ্ঠা: ৫০৫, হাদীস: ৩১০৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মান ও মর্যাদার ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুরুতে হাদীসে মুবারকা শুনেছি, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ২টি বিষয়কে দ্বীনের জন্য খুবই ক্ষতিকর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যটি হলো: খ্যাতি বাসনা অর্থাৎ নিজের পদবী ও মর্যাদা এবং সম্মান ও সুনামের ভালোবাসা।

www.dawateislami.net

খ্যাতির বাসনা সম্পদের ভালোবাসার চেয়েও অধিক ক্ষতিকারক

ওলামায়ে কেরাম বলেন: খ্যাতি বাসনা (অর্থাৎ পদবী ও সম্মানের ভালোবাসা) সম্পদের ভালোবাসার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর, সম্পদ হলো ঐ জিনিস, যার জন্য লোক দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খায়, সম্পদ অর্জনের জন্য নিজের সময়, নিজের শক্তি, ঘর বাড়ির বিচ্ছেদ সবকিছু সহ্য করে থাকে এবং খ্যাতি বাসনা (অর্থাৎ পদবী ও সম্মানের ভালোবাসা) এমন জিনিস যার জন্য রক্ত ঘাম ঝড়াতে হলে তো মানুষ দ্বিধাবোধ করে না বরং দুনিয়ার মিথ্যা ও উপকারহীন সম্মান পাওয়ার জন্য পানির মতো টাকা খরচ করে থাকে। আমাদের সমাজে এরকম কতো লোক আছে যারা শুধুমাত্র সস্তা প্রসিদ্ধির জন্য ঘুরে বেড়ায়, আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার (***Social Media***) যুগ, মানুষ খাতির লাভের জন্য জগন্য জগন্য কাজ করছে, অহেতুক বরং গুনাহভরা অডিও বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড (***Upload***) করছে, সেলফি বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেয়া ও প্রসিদ্ধ (***Famous***) হওয়ার ফাঁদে পড়ে এমন এমন কাজ করে বসে যে, আল্লাহ পাকের পানাহ...!!

আখিরাত কার জন্য...!!

পারা: ২০, সূরা ক্বসাস, আয়াত: ৮৩ তে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا

(পারা: ২০, সূরা ক্বসাস: ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এটা আখিরাতের আবাস আমি তাদেরই জন্য নির্ধারিত করি যারা ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার চায় না এবং না অশান্তি।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আখিরাতের ঘর জান্নাত তার জন্য, যে দুনিয়াতে প্রাধান্য ও বড়ত্ব চায় না, আর না গুনাহ করে দুনিয়ায় ফ্যাসাদ ছড়ায়। **(হাশিয়া সাভী আলা তাফসীরুল জালালাইন, পারা: ২০, সূরা ক্বসাস, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৮৩, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০৪)** মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যেই বান্দা চায় যে আমার জুতার ফিতা অন্যের ফিতা থেকে উত্তম হোক, সেও এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা: ২০, সূরা ক্বসাস, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৮৩, খন্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪৪৪)

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ! জুতার ফিতা তো দূরের কথা আমাদের এখানে তো প্রতিটি বিষয়েই প্রতিযোগিতা করা হয়, আমার জুতা এমন হোক যেনো লোকে দেখে বাহবা করে, আমার কাপড় সেরা হোক, আমার ঘরের মতো কারো ঘর যেনো না হোক, আমার গাড়ি অন্য কারো গাড়ির মতো না হোক, মোটকথা; প্রতিটি বিষয়েরই প্রতিযোগিতা (***Competition***) করা হয় আর এই প্রতিযোগিতা দ্বারা উদ্দেশ্য কি হয়ে থাকে? খ্যাতি (পদ ও মর্যাদার চাহিদা), প্রসিদ্ধি, সম্মান যে, লোকেরা আমাকে দেখুক, আমার জিনিস দেখে তো বাহ বাহ বলুক।

হে আশিকানে রাসূল! সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আমাদের আদর্শ (***Ideal***), আমাদের জন্য উত্তম অনুকরণীয়, তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও প্রতিযোগিতা হতো, তাঁরাও একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা করতো। তবে কোন বিষয়ে? নফল রোযার ক্ষেত্রে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে, যেমনটি মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাবুক যুদ্ধে ঘরের অর্ধেক সম্পদ দান করার জন্য নিয়ে আসেন, তখন মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত

আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আসলেন। **(শরহুয যুরক্বানী, কিতাবুল মাগাযিম ছুম্মা গযওয়াত তাবুক, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৬৯)** সাহাবায়ে কেরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে পিতা পুত্রের মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য তর্ক হতো, যে কেউ বলতেন; আমি অংশগ্রহন করবো তুমি ঘরে থাকো, এমনকি পঙ্গু সাহাবায়ে কেরামরাও عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের জন্য ব্যকুল থাকতেন। **(মাদারিজুন নবুওয়া, সাহাবা দর যঙ্গ উহুদ, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৪)** দারিদ্রতা ও অসচ্ছলতার কারণে আল্লাহর রাস্তায় সফর করতে না পারা ব্যক্তিরা কান্না করতেন। এক সাহাবি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যদি অর্ধরাত ইবাদত করতেন তবে আরেকজন সারারাত, একজন যদি এক তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করতেন তবে অপরজন অর্ধেক কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৪৮, খন্ড: ১)

আহ! আমরা যেনো দুনিয়ার নয় আখিরাতের প্রত্যাশী হয়ে যাই, দুনিয়ায় যদি সম্মান পেয়েও গেলাম, খ্যাতি নসীবও হয়ে গেলো তবে এর পরিবর্তে যদি পরকালে বিপদে পড়তে হয় তো লাভ কি, এখানকার সবকিছু ধ্বংসশীল, কিছুদিনের জন্য, আহ! কিয়ামতের ঐ ভয়ংকর দিন...!! পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে উপস্থিত হবে, শাস্তির সম্মুখিন হবে, ঐ সময় যদি আমলনামা গুনাহে পূর্ণ দেখা যায় তবে ঐসময় যেই লজ্জা হবে, সেই লজ্জা ও তিরস্কার কি করবো...!! আহ! ঐসময় চেহারা কোথায় লুকাবো...? আহ! আমরা যেনো দুনিয়ার নয় বরং আখিরাতের সম্মানের প্রত্যাশী হয়ে যাই।

www.dawateislami.net

বিনামূল্যের সংজ্ঞা

পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৮ ইরশাদ হচ্ছে:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে, যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবং চায় যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক; এসব লোকদেরকে শাস্তি থেকে কখনো দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতের মধ্যে এজন্য শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, খ্যাতি বাসনা অর্থাৎ সম্মান, প্রশংসা ও প্রসিদ্ধি অর্জনের আকাঙ্খায় নিমজ্জিত রয়েছে, যে চায় যে, লোকে আমাকে অনুসরণ করুক, প্রত্যেকের মুখে আমার প্রশংসা হোক, সকলে আমার সফলতার পরিচয় তুলে ধরুক, আমাকে প্রত্যেক জায়গায় সম্মানীত করা হোক, আমি আলিম নই, তবুও আমাকে আল্লামা সাহেব বলা হোক, আমাকে দেশ ও জাতীর সেবক, সমাজসেবক আখ্যায়িত করা হোক, লোকেরা নত হয়ে আমাকে সালাম করুক, আমার পরিচিতি (***Introduction***) উত্তম উপাধি দ্বারা করা হোক, এমন লোকদের উচিত যে, নিজের অন্তরের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা, কখনো যেনো খ্যাতির বাসনা শিকার না হয়ে যায়, যদি এমন হয় তো এই আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহন করা এবং দ্রুত খ্যাতি বাসনার বিপদ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। মনে রাখবেন! খ্যাতি বাসনার রোগ দুনিয়াবি নিয়ামতরাজি থেকে বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে, এর কারণে কপটতা বৃদ্ধি পায়, এমন লোক

www.dawateislami.net

অন্তরের নুরানিয়্যত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং তার দ্বীনে ক্ষতিসাধন হয় আর এর পাশাপাশি এমন লোক অপদস্ত ও লাঞ্ছিত, অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট ও একনিষ্টতার দৌলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্মুখিন হতে পারে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৮৮, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৭)

আখিরাতে দোষ ত্রুটির প্রচার হবে

হযরত জুনদুব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে শোনাতে চাইবে, আল্লাহ পাক তাকে শুনতে দিবে আর যে দেখাতে চাইবে, আল্লাহ পাক তাকে দেখিয়ে দিবেন।

(বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব, বাবুর রিয়া ওয়াশ সুমআত, ১৫৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৯৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ যে কোন ইবাদত মানুষকে দেখানোর জন্য, শোনানোর জন্য করবে, তবে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে তার আমল মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিবেন কিন্তু সম্মানের সাথে নয় বরং অপমানের সাথে, কেননা লোক তার আমলের কথা শোনে তার উপর রাগান্বিত হবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১২৯)

খ্যাতির বাসনা দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়

হে আশিকানে রাসূল! খ্যাতি বাসনা অর্থাৎ সম্মান ও প্রসিদ্ধির আকাঙ্খা খুবই মন্দ স্বভাব, আমাদেরকে খ্যাতি বাসনা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অবশ্য! যদি আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং নিজে কাউকে প্রসিদ্ধি দান করেন, তার অন্তরে প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খা না থাকে, তবে এতে কোন সমস্যা নেই, হ্যাঁ! এরকম ব্যক্তিরও উচিত যে, খ্যাতি বাসনার বিপদে কখনো পতিত না হওয়া বরং স্বয়ং নিজেকে আল্লাহ পাকের

গোপন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করাতে থাকা। হযরত বিশর হাফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এমন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে জানিনা, যে নিজের খ্যাতির বাসনা করে আর তার দ্বীন ধ্বংস ও নিজে অপদস্ত হয়নি।

(ইহয়াউল উলুম, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৩৯)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে খ্যাতি বাসনা ও সম্পদের ভালোবাসা এবং এরূপ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ব্যধিসমূহ থেকে নিরাপত্তা দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল নাম্বার ২৩ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের মন থেকে সম্পদ ও পদবীর ভালোবাসা দূর করতে এবং ইশকে রাসূলের ভালোবাসা অর্জন করাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অধিকহারে অংশগ্রহন করুন। মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমলের উপর আমল করুন। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র প্রদানকৃত "৭২টি নেক আমল" এর উপর আমল করার বরকতে নেকী করা সহজ হয়ে যাবে, এই "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে একটি ২৩ নাম্বার নেক আমল হলো: "আপনি কি আজকে নিজের ঘরে দরস দিয়েছেন? অথবা কোন অপারগতার কারণে আপনার অনুপস্থিতিতে ঘরে দরস হয়েছে?" এই নেক আমলের উপর আমলের বরকতে নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং ঘরে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা হবে আর اِنْ شَآءَ الله পুরো পরিবার দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ও নেকীর রাস্তায় জীবন অতিবাহিত করবে।

নেক আমল (*Naik Amal*) মোবাইল এপ্লিকেশন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হওয়া ও নেক আমল বৃদ্ধি করতে দা'ওয়াতে ইসলামীর ***I.T*** ডিপার্টমেন্ট একটি মোবাইল এপ্লিকেশন চালু করেছে, যার নাম: নেক আমল (***Naik Amal***) এই এপ্লিকেশনটি নিজের মোবাইলে ইনস্টল করে নিন, এই এপ্লিকেশনে: ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন ও শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা পুস্তিকা বিদ্যমান রয়েছে ✱ এই এপ্লিকেশনটিকে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ✱ ইংরেজী ✱ উর্দু ✱ হিন্দি ✱ বাংলা ✱ গুজরাটি এবং ✱ সিন্ধি ভাষায় ব্যবহার করা যেতে পারে ✱ এতে বিভিন্ন নেক আমল সম্বলিত প্রশ্নাবলী দেয়া হয়েছে ✱ প্রতিটি প্রশ্নের নিচে ৩০টি খালি ঘর রয়েছে, প্রতিদিন নিজের সময়মতো যেকোন সময় নির্বচন করে নিজের নেক আমলের পর্যবেক্ষণ করে নিন, এই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকী করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে, অন্তরের পবিত্রতা নসীব হবে এবং চরিত্র সুন্দর ও আদর্শবান হয়ে যাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হাঁচির সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে হাঁচির সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

প্রথমে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: ✱ আল্লাহ পাক হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। **(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬২২৬)** ✱ যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফেরেশতাগণ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। যদি সে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তবে ফেরেশতাগণ বলেন: আল্লাহ পাক তোমার উপর দয়া করুক। **(আল মু'জামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২২৮৪)** ✱ হাঁচি দেয়ার সময় মাথা নিচু করে নিন, মুখ ঢেকে নিন এবং আস্তে আওয়াজ করুন, হাঁচির আওয়াজ বৃদ্ধি করা বোকামী। **(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)** ✱ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা উচিত, তবে উত্তম হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলা।

ঘোষণা

হাঁচির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد